দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ ... 13 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

বগুড়ায় দেড় শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বগুড়া ও সারিয়াকান্দি প্রতিনিধি ●

বগুড়ার সারিয়াকান্দি, সোনাতলা ও ধুনট উপজেলার দেড় শতাধিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কলেজে বন্যার পানি প্রবেশ করেছে। তলিয়ে গেছে ক্লাসরুম, মাঠ ও অফিসকক্ষ। বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এতে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। তবে একটি বাঁশ ও টিন দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের কাছেই একটি স্কুলঘর তুলে পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। বন্যাকবলিত স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী আনিসুল, রাজিয়া, মহসীন, রেজাউলসহ অন্যরা জানান, প্রতিবছরই বন্যার সময় পাঠদান ও পরীক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকে। এ ছাড়া বাসাবাড়িতে পানি ওঠায় বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়ে থাকতে হয়। এতে পড়াশোনায় ব্যাঘাত হয়।

চার উপজেলায় বন্যা

সারিয়াকান্দির চন্দবাইশা আটবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাঁশ ও টিন দিয়ে বাঁধের পশ্চিম পাসে ক্লাসরুম গড়ে সেখানে চালাচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম।

সারিয়াকান্দি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রুহুল আমিন জানান, উপজেলার চন্দনবাইশা আবু আব্দুল্লাহ দাখিল মাদ্রাসা, শনপচা উচ্চ বিদ্যালয়, জামথুল উচ্চ বিদ্যালয়, বোহাইল উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তর টেংরাকুড়া উচ্চ বিদ্যালয়, আউচারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় ও নিজাম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়সহ সবকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বন্যার পানি প্রবেশ করায় পাঠদান বন্ধ রয়েছে।

সারিয়াকান্দি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রফিকুল আলম জানান, এ উপজেলায় ৫৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৩টির পাঠদান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কয়েকটি স্কুল বাঁধের আশপাশে হওয়ায় বাঁধের ওপর ছাপরাঘরে পাঠদান করানো হচ্ছে।

বগুড়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হোসেন আলী জানান, সোনাতলা, সারিয়াকান্দি ও ধুনট উপজেলার ৭৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানি উঠেছে। ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা উপস্থিত থাকলেও শিক্ষার্থীরা আসছে না। যেসব বিদ্যালয়ে বন্যার কারণে পড়ালেখা বিঘ্নিত হবে, সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বন্যার পানি চলে যাওয়ার পর অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে তা পূরণ করা হবে।

বগুড়া জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা গোপাল চন্দ্র জানান, প্রতিদিনই পানি বাড়ছে। তাই কতগুলো স্কুলে বন্যার পানি উঠেছে তার সঠিক হিসাব এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। তবে এ পর্যন্ত শতাধিক স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় পানি উঠেছে। ফলে পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। বন্যার পানি নেমে গেলে শিক্ষকরা সাপ্তাহিক ছুটির দিনে অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এই ক্ষতিটা পুষিয়ে দিতে নির্দেশনা ও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও একাডেমি সুপারভাইজাররা এটি মনিটরিং করবেন।

এদিকে সারিয়াকান্দি উপজেলার কুতুবপুর, কামালপুর, চন্দনবাইশা, চালুয়াবাড়ী, কাজলা, কর্ণিবাড়ী, বোহাইল, হাটশেরপুর ও সারিয়াকান্দি ইউনিয়নের ৫৭ গ্রামের ১০ হাজার পরিবারের ৫০ হাজার মানুষ পানিবন্দি হয়ে রয়েছে।

বগুড়া জেলা ত্রাণ কর্মকর্তা শাহারুল ইসলাম মো. আবু হেনা জানান, বন্যাকবলিত এলাকায় নগদ চার লাখ টাকা, ২৫০ টন চাল বরাদ্দ হয়েছে। এর মধ্যে সারিয়াকান্দি উপজেলায় এক লাখ টাকা, একশ টন চাল ও সোনাতলায় ২০ টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৪ ইউনিয়নের ৭৫ গ্রামের ১৩ হাজার ২২২টি পরিবার। সারিয়াকান্দি আশ্রয়ণ প্রকল্পে আশ্রয় নিয়েছে ৭৬৫ পরিবার। বাঁধের ওপর ৩ হাজার ৩৫৫ পরিবার ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

বগুড়া জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলী মো. আনোয়ারুজ্জামান জানান, বাঁধে আশ্রিতদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করেছে। ২৩টি হস্তচালিত নলকূপ ও ৫০টি কাঁচা পায়খানা স্থাপন করা হয়েছে।